দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 … 1

022

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একটি মাত্র বিষয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয় তাদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য গত বছর গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী মোট নম্বর যতই পাক না কেন, কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলেই তাকে ফেল বলে গণ্য করা হয় এবং তাকে পরের বছর আবার সব পেপার পরীক্ষায়ই অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে উপযুক্ত মেধা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ফেল করে। শুক্রবার দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে, প্রতি বছর মাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করে। আর একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করে প্রায় ১৫ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম পাস নম্বর পেলেই প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারে।

সেই প্রেক্ষিতে একটি বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিলে তাদের পাসের যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনি অভিভাবকরাও বিরাট খরচের দায় থেকে মুক্ত হন। সুপারিশে বলা হয়েছে, ফল প্রকাশ সাপেক্ষে এসব ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। তবে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তাদের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

আমাদের মত দেশের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলেই মনে করি। পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু আছে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশেও এই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তা তুলে দেয়া হয়। পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা শুধু প্রয়োজনই নয়, আমরা মনে করি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হবে।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেছেন। সেগুলোও কিছু কিছু সংশোধন সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তবে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুপারিশে কিছু পরিবর্তন আনা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, সুপারিশ অনুযায়ী একটি বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়টি পরবর্তী বছরের পরীক্ষা পর্যন্ত বিলম্বিত করা ঠিক নয় বলে আমরা মনে করি। কারণ, এতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের দুই বছর নষ্ট হবার আশংকা থাকে। অর্থাৎ পরের বছর একটি মাত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে কেউ অকৃতকার্য হলে, সে তার পরের বছর আবার এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এতে তার দুই বছর নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরবর্তী পরীক্ষার অন্তত দু মাস আগেই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে যে উত্তীর্ণ হবে, সেও নিরুদ্বেগে পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারবে। কৃতকার্য না হলে পুনরায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সকল বিষয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

পরীক্ষা কমিটির এই সুপারিশ নবেম্বরের প্রথমার্ধে সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করবে বলে প্রকাশ। সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা এ বছর থেকেই যেন করা হয়। তাতেও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ উপকৃত হবেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষাজীবনের এমনি একটি মূল্যবান বছরের জন্য অনেকেই হয়ত হারায় তাদের চাকরির বয়স। সেদিক থেকেও এই সিদ্ধান্তকে সুবিবেচনাপ্রসূত বলে অভিহিত করা যায়।